JUN. 10 20

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বুয়েট ক্যাম্পাসে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত

জলাবদ্ধতা

শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা, ছাত্রছাত্রীদের হল এবং একাডেমিক ভবন এলাকাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাসে জলাবদ্ধতা সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসছে না ঢাকা ওয়াসা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকেশ্বরী আবাসিক এলাকা এবং ছাত্রাবাস এলাকার ভিতর দিয়ে ঢাকা ওয়াসার ভূগর্ভস্থ একটি বিরাট পয়ঃনিষ্কাশন পাইপ চলে গেছে নারিন্দা পর্যন্ত। একটু বৃষ্টি হলেই ড্রেন উপচেপড়া দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পানিতে প্লাবিত হয় এসব এলাকা। স্বল্প সময়ের মধ্যে কয়েক ফুট পানি জমে যায় এবং তা কয়েক দিন থাকে। একটু বেশি পানি হলেই আবাসিক ফ্ল্যাটগুলোতে পানি ঢুকে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসমূহ এই এলাকায় অবস্থিত বিধায় জলাবদ্ধতা ও পরিবেশ দূষণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবাই। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলে ঠিকমতো যাতায়াত করতে পারে না। বিশেষত মহিলা, ছাত্রী ও শিশুরা বর্ণনাতীত দুর্ভোগের শিকার হয়। শুধু ঐসব এলাকাতেই নয়, সামান্য বৃষ্টি হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভবনসংলগ্ন সমগ্র এলাকা, প্রশাসনিক ভবন চত্বর, খেলার মাঠ, স্থাপত্য ভবন প্রাঙ্গণ, লাইব্রেরী ও কেন্দ্রীয় মিলনায়তন এলাকা কয়েক ফুট পানিতে প্লাবিত হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং বুয়েট স্টাফ কোয়ার্টারের বাসিন্দা মোঃ তারেকুল কাদের মির্জা জনকণ্ঠকে বলেন, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েক বছর যাবত ঢাকা ওয়াসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হতে চিঠি দেয়া হয়েছে, আলোচনাও হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু আজ অবধি এই মারাত্মক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বরঞ্চ জলাবদ্ধতা বেড়েই চলেছে। ফলে এক অসহনীয় অবস্থার শিকার হচ্ছে বুয়েটের সকল শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অফিসার ও কর্মচারী। এই অবস্থার আশু সমাধান চায় বুয়েটের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ।

—*শরিফুজ্জামান পিন্টু*